সূচীপত্র

- ❖ এক নজরে করণীয় ৫
- ❖ ভূমিকা ৭
- ❖ পাঠক-পাঠিকার খেদমতে ৯
- ❖ আলকুরআনের কথা ১৪
- ❖ হাদীসের কথা ১৬
- ❖ আমাদের চিন্তা ও আমাদের করণীয় ১৯
- ❖ হিসাব নিকটবর্তী তবুও গাফেল ২০
- ❖ মৃত্যুর আগেই প্রস্তুতি ২২
- ❖ মৃত্যু চিন্তা ২৩
- ❖ হঠাৎ মৃত্যু ২৫
- ❖ বার্ধক্যজনিত কষ্ট ২৬
- ❖ ভাল ধারণা নিয়ে মৃত্যু ২৬
- ❖ এস্তেগফারে আল্লাহ্ খুশী ২৭
- ❖ দ্বীনের পাঁচ স্তম্ভ মজবুত রাখা ২৯
- ❖ শহীদী মৃত্যুর তামান্না ৩০
- ❖ ধৈর্য ধারণকারীই আখেরাতে সফল ৩১
- ❖ বান্দাহর হক সম্পর্কে সাবধান ৩২
- ❖ অগ্রিম বিদায়ী বৈঠক ৩৪
- ❖ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ৩৬
- ❖ সংগঠনে প্রবেশ ৩৬
- ❖ অর্থ সম্পদ কুরবানী ৩৭
- ❖ দাওয়াত সাদ্কায়ে জারিয়া ৩৯
- ❖ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ৪১

❖ পরিবারে ভয়-ভীতির জীবন ৪১
❖ রাতের নামাজে কাঁদুন ৪২
❖ মিসকিনকে খাবার পৌছান ৪৩
❖ টাকা নয়, নেকী ৪৪
❖ কবরের সাথী কে হবে? ৪৫
❖ কুরআন ও রোজা সুপারিশকারী ৪৭
❖ আখেরাতের জন্য আগেই পাঠিয়ে দিন ৪৮
❖ সবই সাক্ষী দিবে ৪৯
❖ মৃত্যু ও কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাওয়া ৪৯
❖ কারো চাপে গুনাহর কাজ না করা ৫০
❖ ওয়াদা ভঙ্গের কাফ্ফারা ৫১
❖ কিয়ামতের প্রথম হিসাব ৫১
❖ মাফ করে দাও, মাফ চাও ৫২
❖ ছোট বড় সব আমল রেকর্ড হচ্ছে ৫২
❖ দৌড়াও আল্লাহ্র দিকে ৫৩
❖ হৃদয়ের খবর আল্লাহ্ রাখেন ৫৪
❖ ওয়ারিশদের অসিয়ত আগেই করুন ৫৬
❖ ঋণ থেকে সাবধান ৫৬
❖ আখেরতের প্রথম ঘাঁটি কবর ৫৭
❖ কবরস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করুন ৫৮
❖ নেকীর ছিদ্র বন্ধ করুন ৫৮
❖ বেশী বেশী বলতে থাকুন ৫৯
❖ গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া ৬২
❖ জীবনের শেষলগ্নে একটি আকুল আবেদন ৬৩
❖ রাসূল (সা:)-এর সর্বশেষ বাক্য ৬৪

এক নজরে করণীয়

এক. মাতাপিতাসহ নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে বিগত দিনের জানা-অজানা ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চেয়ে নিন।

দুই. যার কাছে যার ঋণ আছে তা পরিশোধ করে দিন। দেনা-পাওনার পরিমাণ উল্লেখ করে দেনা ও পাওনাদারের নামের তালিকা ওয়ারিশদের কাছে দিয়ে রাখুন, যাতে তাদের পক্ষে দেনা পরিশোধ করা ও পাওনা আদায় বা মাফ করা সহজ হয়।

তিন. জবান বন্ধ হবার আগেই আল্লাহ্‌র কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের পানি ফেলে গুনাহ-খাতা মাফ চেয়ে নিন।

চার. কোথায় কবর হবে এবং কে জানাযা পড়াবে তারও ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারেন।

পাঁচ. ছেলেমেয়েদের নিম্নলিখিত অসিয়ত করে রাখুন :

১. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্‌র আইন বাদ দিয়ে মানুষের আইন মেনে চললেও শিরক করা হয়।

২. মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কখনও তাদের মনে কষ্ট হয় এমন কোন কথা বলবে না ও কোন কাজ করবে না।

৩. নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করবে। নামাজ কায়েম করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

"ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, নাহমাদুহু অনুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারিম।" আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'আখেরাতের প্রস্তুতি' বইটির স্টক শেষ হওয়ায় পাঠক-পাঠিকার খেদমতে অল্প কিছু সংশোধনীসহ আবার প্রকাশ করা হল– আলহামদুলিল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা

কখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বলতে পারি না। যাওয়ার আগে এমন প্রস্তুতি নেয়া দরকার যাতে আখেরাতে গিয়ে আমাকে অনুশোচনা করতে না হয়। আখেরাতের চেতনা না থাকা অবস্থাকে হযরত হানজালা (রা:) এবং হযরত আবু বকর (রা:) মুনাফেকীর সাথে বিবেচনা করতেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুনে তাদেরকে বললেন : "যদি তোমরা সব সময় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকতে তাহলে ফেরেস্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করত।" (মুসলিম-রিয়াদুস সালেহীন ১৫২ নং হাদীস)

দীর্ঘদিন ধরে 'আখেরাতের প্রস্তুতি' বিষয়ক একটি পুস্তিকা লিখার ইচ্ছা মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ১৪২২ হিজরীর রমজান মাসের শেষ দশকে এমন ধরনের একটা সুযোগ লাভ করতে পারায় আল্লাহ্ তায়ালার লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। (আলহামদুলিল্লাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ্ হামদান কাসিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফিহ্)।

কুরআন মজীদ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আখেরাতের স্মরণে হৃদয় দুরু দুরু করে কাঁপে। আখেরাতের আযাব সংক্রান্ত আয়াত পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে

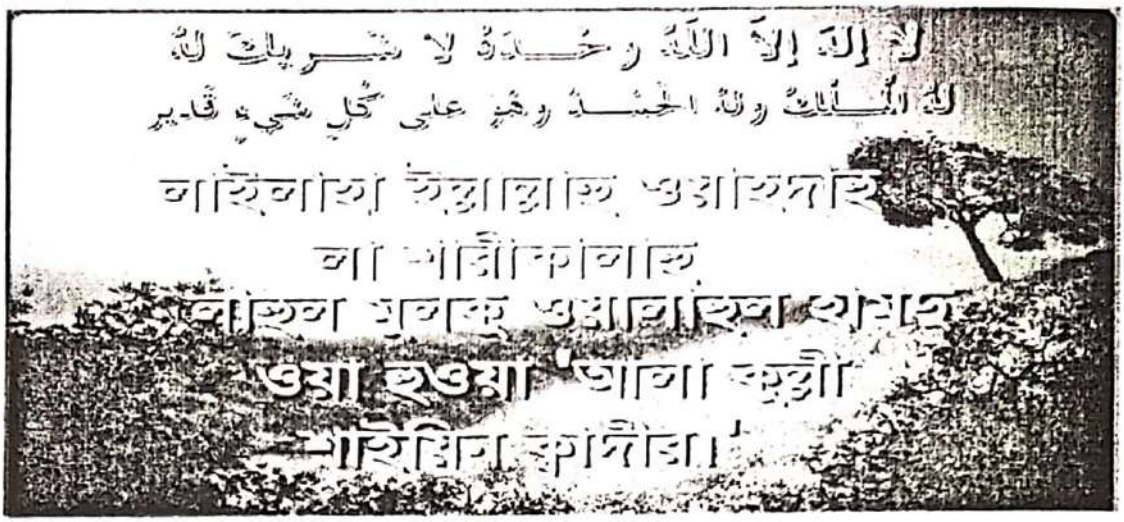

আলকুরআনের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "আখেরাতে শেষ বিচারের দিন মানুষ তার ভাই থেকে পলায়ন করবে এবং তার মাতা-পিতা থেকে তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থা এত গুরুতর হবে যে, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা আবাসা : ৩৪, ৩৫, ৩৬)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ বদলা দেয়া হবে। তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ধোঁকার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৫)

হাদীসের কথা

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন,

- "আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল একজন আরোহী যে গাছের ছায়ায় কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয় অতঃপর গাছটিকে ছেড়ে চলে যায়।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)
- "আমি একদিন পরিতৃপ্ত ও আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু উমামা রা:)
- তোমরা ঢেকুর কম কর।" (তিরমযী)
- "আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দিই নি? আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করি নি?" (তিরমিযী, আবু হুরায়রা রা:)
- এক ব্যক্তি এক দীনার রেখে মারা গেলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা একটা পোড়া দাগ (كَيَّةٌ)। আর একজন দুই দীনার রেখে মারা গেলে বললেন, এটা দু'টি পোড়া দাগ (كَيَّتَانِ)। (আহমাদ, বায়হাকী, আবু উমামা রা:)
- وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَّ عَقْلَ لَهُ.

  "দুনিয়ার সেই ব্যক্তিই মাল সঞ্চয় করে যার আকল বা বুদ্ধি নেই। (আহমাদ, বায়হাকী, আয়েশা রা:)
- كُوْنُوْا مِنَ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا.

  "তোমরা আখেরাতের সন্তান হয়ে যাও, তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ো না।" (আবু নোয়াইম শাদ্দাদ রা:)
- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাহর তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাবার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী, মুসলিম, আনাস বিন মালেক রা:)

  - ইবনে উমার রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন :